দৈনিক ইনকিলাব

283

তারিখ ... DEC 03 1999 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৮

৩ দফা সময় বৃদ্ধি ও ফি কমিয়েও গ্র্যাজুয়েটদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাড়া মেলেনি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ আগামী ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং নোবেল বিজয়ী ভারতীয় বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়া হবে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিতব্য সমাবর্তন নানা কারণে গ্র্যাজুয়েটসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমাবর্তনের যাবতীয় প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করেছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্তটি তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক ও ক্যাম্পাসে সক্রিয় প্রায় সকল ছাত্র সংগঠন প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের ঘোর বিরোধিতা করে এ সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে। আওয়ামীপন্থী শিক্ষক ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের প্রতিবাদে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন না বলে জানা গেছে। এছাড়া শেখ হাসিনাকে ডিগ্রী প্রদানের প্রতিবাদে ছাত্রদল সমাবর্তনের দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কালো পতাকা মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচী পালন করবে। আগামী ১৮ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের খেলার মাঠে এ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক গ্র্যাজুয়েটদের নাম রেজিস্ট্রেশনের নির্ধারিত তারিখ ছিল ১১ অক্টোবর। এ সময় রেজিস্ট্রেশন ফির পরিমাণ ছিল এক হাজার টাকা। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে মাত্র দেড়শ' জন গ্র্যাজুয়েট তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন করেন। ফলে কর্তৃপক্ষ এই নগণ্য তালিকাভুক্তির কথা বিবেচনা করে বাধ্য হয়ে ১৯৯৬ সালের মাস্টার্স ও ১৯৯৭ সালের অনার্স ডিগ্রীধারীদের রেজিস্ট্রেশন ফি ২৫০ টাকা কমিয়ে ৭৫০ টাকা পুনঃ নির্ধারণ করে এবং ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত (১৪-এর পৃঃ দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ বর্ধিত করে। এ সময়ের মধ্যেও গ্র্যাজুয়েটরা তেমন সাড়া না দেয়ায় কর্তৃপক্ষ ২২ নভেম্বর তৃতীয় সময়সীমা এবং ৩০ নভেম্বর রেজিস্ট্রেশনের সর্বশেষ তারিখ নির্ধারিত করে। এ সময়ের মধ্যে মাত্র ১৪শ' ৮৬ গ্র্যাজুয়েট সমাবর্তনে তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন করেছেন। সমাবর্তনে অংশগ্রহণের সুযোগপ্রাপ্ত মোট গ্র্যাজুয়েটদের শতকরা ১৯ জন এই সমাবর্তনে অংশ নিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন যে, কমপক্ষে ৬ হাজার গ্র্যাজুয়েট নাম রেজিস্ট্রি করাবেন। এই নগণ্য তালিকাভুক্তির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, মূলত রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ অধিক অর্থ ধার্য করায় গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে এ অনীহা সৃষ্টি হয়। সূত্র জানায়, রেজিস্ট্রেশন ফি আরো ৫শ' টাকা কম নির্ধারণ করলে হয়তো গ্র্যাজুয়েটরা আরো ব্যাপক সাড়া প্রদান করত। এছাড়া বর্তমান প্রশাসনের প্রতি অসন্তোষ ও গ্র্যাজুয়েটদের নগণ্য তালিকাভুক্তির অন্যতম একটি কারণ বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে সমাবর্তনে কর্তৃপক্ষ ব্যয় ধরেছিলেন প্রায় ২ কোটি টাকা। কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন গ্র্যাজুয়েটদের রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ প্রায় ৬০ লাখ টাকা পাওয়া যাবে। জানা গেছে, কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে ১ কোটি টাকার জন্য আবেদন করলেও মঞ্জুরি কমিশন এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এ ব্যাপারে এখনও তেমন কোন সাড়া দেয়নি। তবে তারা এ ব্যাপারে সরকারের নিকট লিখিতভাবে জানিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লা লাখ টাকা ব্যয়ে সমাবর্তনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করেছে। প্রায় ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩ হাজার গাউন প্রস্তুত করা হয়েছে। ক্যাম্পাসের সকল ভবন এবং দেয়াল চুনকাম করে ঝকঝকে করা হচ্ছে। বিভিন্ন সড়কে আল্পনা আঁকা হচ্ছে। সমাবর্তন উপলক্ষে ক্যাম্পাসে মোট ৫টি বিশাল তোরণ নির্মাণ করা হবে। জানা গেছে, সমাবর্তনে নগণ্যসংখ্যক অংশগ্রহণকারীর কথা না জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পূর্বেই এত বিরাট অংকের টাকা ব্যয় করায় মঞ্জুরি কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে সমাবর্তনের বিভিন্ন সাব-কমিটির সদস্যদের সুপারিশ ছিল যে, অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা জানার পরে সে অনুযায়ী ব্যয় করা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, এ সুপারিশ না মেনে পূর্বেই বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এক হিসেবে দেখা গেছে, সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারীদের মাথাপিছু প্রায় ১৪ হাজার টাকা খরচ করা হবে। অথচ বর্তমানে ৬ কোটি ৫১ লাখ টাকা ঘাটতি বাজেট নিয়ে চলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নানা সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত। অর্থ সাশ্রয় করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো সমাধান করার সুযোগ থাকতেও সমাবর্তন উপলক্ষে এত বিরাট অংকের টাকা ব্যয় কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এদিকে আসন্ন সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্তে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিতর্কিত এ সিদ্ধান্ত শুধু গ্র্যাজুয়েটদের নিরুৎসাহিত করেনি, বরং শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য, সিনিয়র শিক্ষকগণসহ শতাধিক শিক্ষক বিবৃতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গৃহীত এই সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছেন। বিবৃতিতে শিক্ষকবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডিগ্রী দেয়ার সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করার আহবান জানিয়ে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীকে অতি উচ্চ মর্যাদার এ ডিগ্রী দেয়া হলে শুধু এর অবমূল্যায়নই করা হবে না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব এবং মর্যাদাও ক্ষুণ্ন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীকে ডিগ্রী দেয়ার কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একটি সূত্র জানিয়েছে, ইতিহাসকে আওয়ামীকরণের সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্যে সরকার সমর্থক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই বিতর্কিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সমাবর্তন উপলক্ষে লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে এত ঘটা করে সাজসজ্জা করা হচ্ছে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা ছাড়া জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিক্ষকগণ সমাবর্তনে যোগ দিবে না বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য এবং আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর এরশাদুল বারী দৈনিক ইনকিলাবকে জানিয়েছেন, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একাডেমিক কাউন্সিলে প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তা সঠিক ছিল না। একাডেমিক কাউন্সিলের মূল এজেন্ডায় এ বিষয়টি ছিল না। ফলে কোন সদস্যই এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার কোন সুযোগ পায়নি। তিনি আরো বলেন, ডক্টরেট ডিগ্রী পেতে হলে যে ধরনের পান্ডিত্য ও যোগ্যতা থাকা দরকার তা শেখ হাসিনার নেই। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী, পার্লামেন্টে বিরোধী দলীয় নেত্রী সম্পর্কে যে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন তাতে শুধু দেশেই নয়, বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। তিনি জানান, স্বাধীন দেশে এই প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে– এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। কিন্তু বিতর্কিত ব্যক্তিকে ডক্টরেট দেয়ার প্রতিবাদে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী কোন শিক্ষক সমাবর্তনে যোগ দেবে না।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডীন ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, আমরা সমাবর্তনের বিরুদ্ধে নই। সমাবর্তন একটি পবিত্র অনুষ্ঠান। কিন্তু বিতর্কিত পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি ও দলীয়করণের একটি প্রক্রিয়া।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস হোসেন জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট ডিগ্রী দিচ্ছে। শেখ হাসিনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতাও নেই।

এদিকে ছাত্রলীগ ব্যতীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সক্রিয় সকল ছাত্র সংগঠন আসন্ন সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের বিরোধিতা করে এ সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে। গত ৮ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত পরিবেশ পরিষদের এক সভায় ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ দাবী জানায়। ছাত্রদল শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের প্রতিবাদে ১৮ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কালো পতাকা মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচী পালন করবে।

এ ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সভাপতি হাবিব-উন-নবী সোহেল জানিয়েছেন, যে প্রধানমন্ত্রীর আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অপহরণকারী, টোকাই, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণকারীদের আশ্রয় দেয়া হয়েছে সেই প্রধানমন্ত্রী কিছুতেই সম্মানসূচক এ ডিগ্রী পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন না।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি নূরুল ইসলাম শেখ হাসিনাকে ডিগ্রী প্রদানের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি জোনায়েদ সাকীসহ ৫টি বাম সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, দারিদ্র্য বিমোচনের নামে মানুষের দারিদ্র্য আরো বৃদ্ধি করা, গণতন্ত্রের নামে ফ্যাসিবাদ কায়েম ও নারীর ক্ষমতায়নের নামে নারী অধিকার খর্বের কারণে যেখানে প্রধানমন্ত্রী ও তার সহযোগীদের বিচার হওয়ার কথা সেখানে তাকে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান দালালী ও দলীয়করণের নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত।

তবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (বা-অ) ও জাসদ ছাত্রলীগ শেখ হাসিনাকে শেখ ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি বলরাম পোদ্দার বলেছেন, রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতা, নিরক্ষরতা ও দরিদ্রতা দূরীকরণ, নারী নেতৃত্বের উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যকর্মের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নজিরবিহীন সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই ডিগ্রী অনেক আগেই প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া উচিত ছিল।

এদিকে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী সমাবর্তন সার্বিকভাবে সফল করার জন্য সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।